আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা

মাহমূদ শীছ খাত্তাব

Contents

আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা

মূল (ইংরেজী) : মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	০৫
লেখক পরিচিতি	০৮
লেখক কর্তৃক ৩য় সংস্করণের মুখবন্ধ	১২
লেখকের ভূমিকা	১৪
(১) জর্ডানে ইহূদীবাদী অভিলাষী লক্ষ্য সমূহ	১৮
(২) সিরিয়ায় ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য	২০
(৩) লেবাননে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য	২১
(৪) সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে (মিসর) ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য	২৪
(৫) ইরাকে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য	২৯
(৬) সঊদী আরবে ও আরব উপসাগরে ইহূদীবাদী আগ্রাসী লক্ষ্য	৩১
ইহূদীদের আগ্রাসী লক্ষ্যসমূহের পিছনে উদ্দেশ্য	৩২
১. মতবাদগত কারণ	৩২
(ক) মিযরাহী পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি	৩২
(খ) এগোডাট পার্টির মূলনীতি থেকে একটি উদ্ধৃতি	৩৩
(গ) এগোডাট লেবার পার্টির মূলনীতির কিছু উদ্ধৃতি	৩৩
(ঘ) মিযরাহী লেবার পার্টির কিছু মূলনীতির উদ্ধৃতি	৩৪
ইস্রাঈলী স্কুলসমূহে ভূগোলের পাঠ্য বইয়ে শেখানো একটি নমুনা	৩৭
২. সামরিক কারণ	৪০
(ক) নৈতিক সমর্থন	৪১
(খ) আরব ভূ-খণ্ডসমূহে সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা	৪৬
ইস্রাঈলের বার্ষিক সামরিক বাজেট	৪৭
৩. অর্থনৈতিক কারণ	৫৪
৪. রাজনৈতিক কারণ	৫৯
(ক) শান্তির বাহানা	৬০

Contents

(খ) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহানুভূতি আকর্ষণ	৬৬
(গ) একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আরবদেরকে বাধ্য করা	৭০
(ঘ) অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে ইস্রাঈলের রাজনৈতিক মর্যাদা সমুন্নত করা	৭৩
উপসংহার	৭৪
জিহাদের বাস্তব আবেদন	৭৪
(ক) ১৯৪৮-এ ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে	৭৪
(খ) ইস্রাঈলের জন্মের পর	৭৫
(ক) যারা ইস্রাঈলের প্রতিবেশী	৮৬
(খ) যারা ইস্রাঈলের প্রতিবেশী নয়	৮৬
পরিশিষ্ট-ক মুজাহিদীন সংগঠন	৯৮
পরিশিষ্ট-খ প্যালেস্টাইন তহবিলের জন্য কম্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সংগঠন	৯৯
পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ'-এর মন্তব্য সমূহ	১০০
কমিটিসমূহের অবস্থান	১০০
পরিশিষ্ট-গ মুজাহিদীনের নৈতিক কম্যাণ্ড গঠন	১০১
পরিশিষ্ট 'গ'-এর মন্তব্যসমূহ	১০২

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল লুট করা ও সেখানকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর ছড়ি ঘুরানোর কপট উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তিগুলির যৌথ ষড়যন্ত্রে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে কথিত ইস্রাঈল রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হয়। সাধারণ ইহূদীদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য একটি হিব্রু উপাখ্যান (Myth) বা সনাতন ধর্মচেতনাকে কাজে লাগানো হয়। যার পিছনে কোন সত্য নেই। আর তা হ'ল ইহূদীদের জন্য ফিলিস্তীন হ'ল 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি' (Promised land)। অথচ তাদের নবী মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে বলেছিলেন, তখন তারা অস্বীকার করে বলেছিল, 'তুমি ও তোমার প্রভু (আল্লাহ) যাও ও যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্রাঈল রাষ্ট্র জন্মলাভের ঠিক ৭০ বছর পরে ২০১৮ সালের ১৫ই মে তেলআবিব থেকে আমেরিকান দূতাবাস জেরুযালেমে স্থানান্তর করা হ'ল। পুরা জেরুযালেমের উপরে ইহূদীদের দাবী পূর্ণতা লাভের পথে ইস্রাঈল একধাপ এগিয়ে গেল। এভাবে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা দখল করার পর তারা মদীনা ও কা'বা দখলের দিকে এগিয়ে যাবে। ১৯৬৭ সালের ৬ই জুন ইস্রাঈল জেরুযালেমের প্রাচীন নগরী অধিকার করে। তার পরপরই প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে ইস্রাঈলী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ বিলাপরত প্রাচীরের (Wailing wall) দিকে মার্চ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেন, The way to Medina and Mecca is now open to us. 'মদীনা ও মক্কা দখলের পথ এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত'। একই দিনে তারা মসজিদের চার দেওয়ালের মাঝখানে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নাচ-গানের মাধ্যমে এর পবিত্রতা বিনষ্ট করে (ইন্নালিল্লাহ...)। আজও সেখানে আমেরিকান দূতাবাস উদ্বোধনের দিন একই নির্লজ্জ দৃশ্য দেখা গেল।

লেখক মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব নিজেই ১৯৪৮ সালে ইরাকী সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক হিসাবে ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ফলে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইহূদী পরিকল্পনা, আগ্রাসন

Contents

অসম বীরত্ব ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত রাখেন। এসময় তিনি এক বছরের বেশী আত্মগোপনে থাকেন। অতঃপর ইরাকী বাহিনীতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ইরাকের অগ্রসর অফিসার্স কলেজে ভর্তি হন এবং ১৩৭৪ হি./১৯৫৪ সালে সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৩৭৫ হি./১৯৫৫ সালে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত দলের সাথে তিনি ব্রিটেনে প্রেরিত হন। সেখানে বিভিন্ন দেশের ১০০ জন অফিসারের মধ্যে তিনি প্রথম হন।

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব বিভিন্ন সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় তিনি উন্নত ইসলামী চরিত্রে ভূষিত ছিলেন। যখন ইংরেজ দখলদারিত্বের ফলে ইরাকী সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল।

বন্দী জীবন :

ইরাকে আব্দুল করীম কাসেমের শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৩ খৃ.) তিনি কমিউনিস্ট শাসনের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ও তাদের কোপাণলে পড়েন। ফলে ১৩৭৯ হি./১৯৫৯ সালে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে দেড় বছর যাবৎ বন্দী রেখে তাঁর উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয় ও দেহের হাড্ডি সমূহ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু কারামুক্তির পর আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং তিনি পূর্বের শক্তি ও জোশ ফিরে পান।

মন্ত্রীত্ব :

১৩৮২ হি./১৯৬২ সালে আব্দুস সালাম 'আরিফ (১৯৬২-১৯৬৬ খৃ.) ইরাকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লে তিনি তার বন্ধু মাহমূদকে তার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তার পীড়াপীড়িতে তিনি কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.) মিসরের কারাগার থেকে মুক্তি পান। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর আবার বন্দী হয়ে সেখানে ফাঁসি কাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করেন।

১৩৮৪ হি./১৯৬৪ সালে তিনি মন্ত্রীত্বে ইস্তেফা দেন। কিন্তু ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ সালে তাকে পুনরায় 'যোগাযোগ মন্ত্রী' করা হয়। সে সময় তিনি কায়রোতে

লেখক কর্তৃক ৩য় সংস্করণের মুখবন্ধ
(Preface)

বইখানি মাত্র এক মাসের কম সময়ের মধ্যে কায়রোতে দু'বার মুদ্রিত হয়। ১ম বার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আমলে দেশের ইসলামী বিষয়ক সুপ্রিম কাউন্সিল কর্তৃক ৫,০০০ কপি মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বার কায়রোর ইসলামী গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক ১১,০০০ কপি প্রকাশিত হয়। দু'টি সংস্করণের সমস্ত বই মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মিসরে বিক্রি হয়ে যায়। এই অকল্পনীয় সাফল্যের জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, যার অপার অনুগ্রহ ব্যতীত এটা কোন ক্রমেই হ'ত না।

এই বই মূলতঃ একটি গবেষণা পত্রের গ্রন্থরূপ মাত্র, যা বিগত ১৩৮৯ হিজরীর যিলহাজ্জ মাস মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ১৯৭০-এ কায়রোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের পঞ্চম অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং এই গবেষণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী গবেষণা কাউন্সিলের উক্ত পঞ্চম অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। যে অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীগণ যোগদান করেছিলেন।

আমি এ বইয়ে আরব বিশ্বের প্রতি ইস্রাঈলের সম্প্রসারণবাদী লালসার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছি কেবলমাত্র এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য যে, ইস্রাঈল অন্য আরব ভূখণ্ডে নয় বরং শুধুমাত্র ফিলিস্তীনের উপরেই তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট। তাছাড়া ইহূদী সম্প্রসারণবাদী নীতির পশ্চাতে মতবাদগত, অর্থনৈতিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কেও আমি আলোকপাত করেছি।

উক্ত আলোচনার জন্য আমি ইস্রাঈলের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতা-বিবৃতি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহের অংশ বিশেষ, সরকারী প্রকাশনা ও তাদের রেডিও-টেলিভিশনের প্রচারণা সমূহকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছি। উপসংহারে আমি তাদের বাস্তব কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেছি।

এ বই পুনঃমুদ্রণের উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে বইটি কেবল আরবদের ঘরে নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।[১]

পরিশেষে আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ্র নিকট যেন তিনি অধিক সংখ্যক লোককে এই বই হ'তে উপকার লাভের তাওফীক দান করেন। আমি মহাশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সকল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং দরূদ পেশ করছি তাঁর শেষনবী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর। ইতি-

মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব

কায়রো :

৩রা জুমাদাল ঊলা ১৩৯০ হি./৬ই জুলাই ১৯৭০ খৃ.

১. অনুবাদকের মূল উদ্দেশ্যও তাই, যাতে বাংলার প্রত্যেকটি মুসলিমের ঘরে ইহূদীদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। -অনুবাদক।